দাস্য (সেবকত্ব) হউক, কিন্তু বিভূতি লাভের কামনা যেন হয় না।” এস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে --শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি নববিধা ভক্তিই সাধনরূপা, প্রেম এই নববিধা ভক্তির অন্তর্ভুক্তা নহে। যেহেতু এই নববিধা ভক্তি-সাধন দ্বারাই প্রেম সাধ্য অর্থাৎ প্রাপ্য। মৈত্রী কিন্তু সখ্যেরই অন্তর্ভুক্ত. এই অভিপ্রায়েই “শ্রবণং কীর্ত্তনং”—এই শ্লোকে দাস্য-সখ্যই গ্রহণ করা হইয়াছে, মৈত্রী গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু এস্থলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রসঙ্গে দাস্য শব্দে কর্ম্মার্পণ এবং সখ্য শব্দে বিশ্বাসরূপ অর্থ বলা হয় নাই। যেহেতু কর্ম্মার্পণরূপা ও বিশ্বাসরূপা ভক্তিতে সাক্ষাৎ ভক্তিধর্ম্মের অভাব আছে। কর্ম্মার্পণরূপা ভক্তির ফল সাক্ষাৎ ভক্তি, বিশ্বাস ভগবৎভক্তিসাধনে অভিনিবেশের হেতু, পূর্ব্বে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই ভগবদ্বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময় সখ্য ভগবৎকৃতহিতাশংসনের নিত্যত্বজন্য এবং শ্রীভগবানের সহিত সখ্যভাবাবলম্বীর নিত্য সহবাসহেতু ভজনবিশেষের দ্বারাও বিশিষ্টভাবে সম্পাদন করিতে অতিশয় দুষ্করতা নাই। এস্থানের অভিপ্রায় এই যে--নিত্যই ভগবৎ ভক্তের স্বভাবই শ্রীভগবানের হিত আকাঙ্ক্ষা করা। শ্রীভগবানের ভক্তের হিত আকাঙ্ক্ষা করা স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং ভক্ত ও ভগবান সর্ব্বদা একস্থানেই বাস করেন, যেহেতু ‘ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম’ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এবং “সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহং” ইত্যাদি শ্লোকে ভক্ত-ভগবানের নিত্যসহবাসিত্ব আছেই। সখ্যভজনের দ্বারা সেইটি বিশেষরূপে উদ্বোধন করা সুসাধ্যই—দুঃসাধ্য নহে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় ৭।৭।৩১ শ্লোকে বলিয়াছেন—“হে অসুরবালকগণ! যিনি ছিদ্র অর্থাৎ আকাশের মত অলিপ্তভাবে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন, সকল দেহীগণের যিনি আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ, যিনি সামান্যতঃ সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষভাবে সখা অর্থাৎ বাহ্যান্তর ইন্দ্রিয়সমূহের মায়াময় ভোগসম্পত্তি দান করিয়া হিতকারী, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতিপ্রয়াস কি হইতে পারে? অতএব আরোপিত নশ্বরবিষয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি উপার্জ্জনে কি লাভ? ৭।৭॥৩০৬॥

শ্রীভগবান ভক্তগণের নিকটে সখ্যভাবে যে পরস্পর আবেশ প্রাপ্ত হয়েন, সে বিষয়ে ৯।৪।৪৮ শ্লোকে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসা মুনিকে বলিয়াছেন—“হে মুনে! সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিত্যবন্ধহৃদয় হইয়া, সতীরমণী পতিকে যেমন বশীভূত করে, তেমনই ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে।” এই প্রমাণে দৃষ্টান্তের দ্বারা আংশিক সখ্যাত্মিকা ভক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ মূলশ্লোকে সতীরমণী এবং সৎপতি—এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকায় কিছু সখ্য-ভাবের অংশ প্রকাশ পাইয়াছে॥ ৩০৭॥